FINANCE

YEAR 2017

ALL BOARD 2017

অর্থায়ন ও ব্যবসায় অর্থায়ন

৩। জনাব হারুন ধর্মীয় উৎসবকে সামনে রেখে সব ধরনের ক্রেতাদের কথা চিন্তা করে শার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবি, সালোয়ার, কামিজ, শাড়ি, বেড কভার প্রভৃতি পণ্যের সমাবেশ ঘটান এবং লাভবান হন। এ বছরই তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ধানমন্ডিতে আরেকটি দোকান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। দোকান ক্রয় ও সাজসজ্জার জন্য তার বড় আকারের অর্থের প্রয়োজন যা তার নিজস্ব তহবিল থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

[সকল বোর্ড '১৭]

ক) সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য কী?

খ) ব্যয় সিদ্ধান্তের অপর নাম কী? ব্যাখ্যা কর।

গ) জনাব হারুনের ব্যবসায়ে কারবারি অর্থায়নের কোন নীতিটি পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) ব্যবসায় সম্প্রসারণে অর্থায়নের কোন উৎস জনাব হারুনের জন্য যুক্তিযুক্ত? বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক) সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য কী?

সরকারি অর্থায়ন এর মূল লক্ষ্য হলো সমাজ কল্যাণ।

খ) ব্যয় সিদ্ধান্তের অপর নাম কী? ব্যাখ্যা কর।

ব্যয় সিদ্ধান্তের অপর নাম হল বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত।

সাধারণত একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে দুই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে হয়। তার মধ্যে একটি হলো ব্যয় সিদ্ধান্ত। যেমন- কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য একটি নতুন কারখানা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সেটি হবে ব্যয় সিদ্ধান্ত বা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত।

গ) জনাব হারুনের ব্যবসায়ে কারবারি অর্থায়নের কোন নীতিটি পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকে জনাব হারুনের ব্যবসায়ে কারবারি অর্থায়নের "বৈচিত্রায়ন ও ঝুঁকি বন্টন নীতি"টি পরিলক্ষিত হয়েছে। একজন ব্যবসায়ী যখন তহবিল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কারবারে পণ্য বা সেবা যতদূর সম্ভব বৈচিত্র্যপূর্ণ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন এবং এর মাধ্যমে ঝুঁকি বন্টন ও হ্রাস করেন তখন তাকে "বৈচিত্রায়ন ও ঝুঁকি বন্টন নীতি"বলা হয়। কারবারের বিনিয়োগ যত বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় ততবেশি ঝুঁকি হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে জনাব হারুন এর ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় তিনি ধর্মীয় উৎসবকে সামনে রেখে শার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবী প্রভৃতি পণ্যের সমাবেশ ঘটান। এই ব্যবসায় লাভবান হওয়ার সাথে সাথে তিনি নতুন করে ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ধানমন্ডিতে আরেকটি দোকান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এর মাধ্যমে তার ব্যবসায় একদিকে যেমন বৈচিত্রতা আসছে, একই সাথে তার ব্যবসায় ঝুঁকিও বন্টিত হচ্ছে। সুতরাং এর দ্বারা আমরা বলতে পারি, জনাব হারুন যেহেতু তার ব্যবসা সম্প্রসারণ করছেন এবং ব্যবসায় বৈচিত্রতা আনছেন তার সিদ্ধান্ত তে অর্থায়নের "বৈচিত্রায়ন ও ঝুঁকি বন্টন নীতি" টি পুরোপুরি পরিলক্ষিত হয়।

ঘ) ব্যবসায় সম্প্রসারণে অর্থায়নের কোন উৎস জনাব হারুনের জন্য যুক্তিযুক্ত? বিশ্লেষণ কর।

উদ্দীপকের জনাব হারুনের জন্য ব্যবসায় সম্প্রসারণে অর্থায়নের বাহ্যিক উৎসের অন্তর্গত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে।

সাধারণত পাঁচ বছরের অধিক সময় এর জন্য ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাকে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ বলা হয়। এরূপ ঋণের অর্থ দ্বারা কারবারের সাধারণত বড় আকারের কোন বিনিয়োগ করা হয় যেমন- কারবারের পরিসর বৃদ্ধি, নতুন কারখানা নির্মাণ, বড় কোন যন্ত্রপাতি ক্রয়, বড় আকারের কোন সম্পত্তি ক্রয় ইত্যাদি।

উদ্দীপকের জনাব হারুন ধর্মীয় উৎসবকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্রপূর্ণ পণ্যের ব্যবসা করে লাভবান হন। এ ব্যবসায় লাভবান হওয়ার পাশাপাশি তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ধানমন্ডিতে আরেকটি দোকান করার সিদ্ধান্ত নেন যার কারণে তার দীর্ঘ মেয়াদের বড় আকারের অর্থের প্রয়োজন পরে।

সাধারণত স্থায়ী ব্যয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থ নিজস্ব তহবিল হতে সংস্থান করা সম্ভব না হলে ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ঘাটতি অর্থের যোগান দেয়া সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণত দুই ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো ঋণের অর্থ পরিশোধে দীর্ঘ সময় পাওয়া যায় এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের সুদ কর বাদযোগ্য যার ফলে তহবিল খরচ কম হয়। সুতরাং বলা যায় জনাব হারুন এর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে।

অর্থের সময়মূল্য

৩। মি. সাইফুল ৩,০০,০০০ টাকা ৫ বছরের জন্য ব্যাংকে জমা রাখতে চান। "সুরমা ব্যাংক" তাকে ৭% হারে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের প্রস্তাব দেয় এবং "অনিমা ব্যাংক" তাকে ৬% হারে ৬ মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি সুদের প্রস্তাব দেয়।

[সকল বোর্ড '১৭]

ক) অর্থের সময়মূল্য কী?

খ) সুদ-আসলের ওপর যে সুদ প্রদান করা হয় তাকে কী বলে?

গ) জনাব সাইফুল "সুরমা ব্যাংক" এ টাকা জমা রাখলে ৫ বছর পর কত টাকা পাবেন?

ঘ) কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখা জনাব সাইফুলের জন্য অধিক লাভজনক? বিশ্লেষণ কর।

10 MINUTE SCHOOL

উত্তর

ক) অর্থের সময়মূল্য কী?

সময়ের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের পরিবর্তনকে অর্থের সময়মূল্য বলে।

খ) সুদ-আসলের ওপর যে সুদ প্রদান করা হয় তাকে কী বলে?

সুদ আসলের ওপর যে সুদ প্রদান করা হয় তাকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়।

চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রাপ্ত সুদ আসল কে পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ে আসল ধরে তার উপর সুদ ধার্য করা হয়। যেমনঃ ১০০ টাকার উপর বার্ষিক সুদ ২০% হলে এক বছর পর ভবিষ্যত মূল্য হবে $১০০(১+.২০)^{১}$ = ১২০ টাকা, বার্ষিক সুদের পরিবর্তে যদি অর্ধবার্ষিক সুদ ২০% হয় তাহলে একবছর পর ভবিষ্যত মূল্য হবে $১০০\left(১+\frac{.২০}{২}\right)^{১\times২}$ = ১২১ টাকা

গ) জনাব সাইফুল "সুরমা ব্যাংক" এ টাকা জমা রাখলে ৫ বছর পর কত টাকা পাবেন?

জনাব সাইমুল "সুরমা ব্যাংকে" টাকা জমা রাখলে ৫ বছর পর যে পরিমাণ টাকা পাবেন তা নিচের সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে-

আমরা জানি,

ভবিষ্যৎ মূল্য, FV $= PV(১+i)^n$

$= ৩,০০,০০০(১+০.০৭)^৫$

$= ৪,২০,৭৬৫$ টাকা (প্রায়)

দেওয়া আছে,

বর্তমান মূল্য, PV=৩,০০,০০০ টাকা

সুদের হার, I=৭% বা ০.৭

মেয়াদ, n=৫ বছর

∴জনাব সাইফুল বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিতে সুরমা ব্যাংক থেকে ৫ বছর পর পাবেন ৪,২০,৭৬৫ টাকা (প্রায়)।

ঘ) কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখা জনাব সাইফুলের জন্য অধিক লাভজনক? বিশ্লেষণ কর।

কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখা লাভজনক হবে তা জানার জন্য উভয় ব্যাংকের শর্ত অনুযায়ী ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে হবে-

৫ বছর পর বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিতে "সুরমা ব্যাংক" থেকে পাওয়া যাবে ৪,২০,৭২৫ টাকা (গ থাকে প্রাপ্ত)।

এখন ৫ বছর পর ৬ মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধিতে "অনিমা ব্যাংক" থেকে কত টাকা পাওয়া যাবে তা নির্ণয় করতে হবে।

আমরা জানি,

ভবিষ্যৎ মূল্য, FV $= PV\left(১+\frac{i}{m}\right)^{n\times m}$

$= ৩,০০,০০০\left(১+\frac{০.০৬}{২}\right)^{১০\times১২}$

দেওয়া আছে,

বর্তমান মূল্য, PV=৩,০০,০০০ টাকা

সুদের হার, I=৬% বা ০.০৬

মেয়াদ, n=৫ বছর

চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা, m=২

ঘ) কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখা জনাব সাইফুলের জন্য অধিক লাভজনক? বিশ্লেষণ কর।

$= ৩,০০,০০০(১.০৩)^{১০}$

$= ৩,০০,০০০ \times ১.৩৪৩৯১৬৩৭৯$

$= ৪,০৩,১৭৫$ টাকা (প্রায়)

∴ জনাব সাইফুল অর্ধ-বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিতে অনিমা ব্যাংক থেকে ৫ বছর পর পাবেন ৪,০৩,১৭৫ টাকা (প্রায়)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জনাব সাইফুল ৫ বছর পর সুরমা ব্যাংক থেকে পাবেন ৪,২০,৭৬৫ টাকা (প্রায়) এবং অনিমা ব্যাংক থেকে পাবেন ৪,০৩,১৭৫ টাকা (প্রায়)। অর্থাৎ সুরমা ব্যাংকে টাকা রাখলে (৪,২০,৭৬৬৫-৪,০৩,১৭৫) = ১৭,৫৯০ টাকা বেশি পাবেন। আর তাই জনাব সাইফুলের জন্য সুরমা ব্যাংকে টাকা জমা রাখা অধিক লাভজনক হবে।

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা

৩। মি. মেহরাজ ৫ বছর আগে 'স্বর্ণা' ও 'ঝর্ণা' নামক দুইটি প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেন। প্রকল্প দুইটি থেকে ৫ বছরে প্রাপ্ত আয়ের হার নিম্নরূপঃ

প্রকল্প	বছর-১	বছর-২	বছর-৩	বছর-৪	বছর-৫
স্বর্ণা	১০%	১২%	১৮%	১৪%	১১%
ঝর্ণা	৯%	১৪%	২১%	৮%	১৩%

তিনি একটি প্রকল্প বন্ধ করে দিতে চান। [সকল বোর্ড '১৭]

ক) কোনটি থেকে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়?
খ) পরিচালনা খরচ পরিশোধের অক্ষমতা থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিটি ব্যাখ্যা কর।
গ) স্বর্ণা প্রকল্পের আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় কর।
ঘ) মি. মেহরাজের কোন প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত? বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক) কোনটি থেকে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়?

বিচ্যুতি থেকে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

খ) পরিচালনা খরচ পরিশোধের অক্ষমতা থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিটি ব্যাখ্যা কর।

পরিচালনা খরচ পরিশোধের অক্ষমতা থেকে ব্যবসায় ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

ব্যবসায় ঝুঁকি বলতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা খরচ পরিশোধের অক্ষমতাকে বুঝায়। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পূর্ণ অর্থায়ন করলে প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঝুঁকি দেখা দেয়। এ ধরনের খরচের মধ্যে পড়ে কাঁচামাল কেনা, অফিস ভাড়া , বীমা খরচ ইত্যাদি।

গ) স্বর্ণা প্রকল্পের আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

প্রকল্প স্বর্ণা এর আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ঃ

বছর	আয় (%)	গড় থেকে ব্যবধান (আয়-গড়)	ব্যবধানের বর্গ (আয়-গড়)^২
১	১০	(১০-১৩)=-৩	৯
২	১২	(১২-১৩)=-১	১

বছর	আয় (%)	গড় থেকে ব্যবধান (আয়-গড়)	ব্যবধানের বর্গ (আয়-গড়)^২
৩	১৮	(১৮-১৩)=৫	২৫
৪	১৪	(১৪-১৩)=১	১
৫	১১	(১১-১৩)=-২	৪
যোগফল	৬৫	ব্যবধানের বর্গের যোগফল	৪০

$$\text{গড় আয়} = \frac{\text{আয়ের যোগফল}}{n} = \frac{৬৫}{৫} = ১৩$$

এখানে, n = বছর সংখ্যা

আমরা জানি,

$$\text{আদর্শ বিচ্যুতি} = \sqrt{\frac{\Sigma(\text{আয়}-\text{গড়})^২}{n-১}}$$

$$= \sqrt{\frac{৪০}{৫-১}} = \sqrt{১০} = ৩.১৬\%।$$

∴ স্বর্ণা প্রকল্পের আদর্শ বিচ্যুতি ৩.১৬%।

ঘ) মি. মেহরাজের কোন প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত? বিশ্লেষণ কর।

প্রকল্প স্বর্ণা এর আদর্শ বিচ্যুতি = ৩.১৬% (গ থেকে পাওয়া)।

ঝর্ণা প্রকল্পের আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ঃ

বছর	আয় (%)	গড় থেকে ব্যবধান (আয়-গড়)	ব্যবধানের বর্গ $(\text{আয়-গড়})^২$
১	৯	(৯-১৩)=-৪	১৬
২	১৪	(১৪-১৩)=১	১

বছর	আয় (%)	গড় থেকে ব্যবধান (আয়-গড়)	ব্যবধানের বর্গ (আয়-গড়)^{২}
৩	২১	(২১-১৩)=৮	৬৪
৪	৮	(৮-১৩)=-৫	২৫
৫	১৩	(১৩-১৩)=০	০
যোগফল	৬৫	ব্যবধানের বর্গের যোগফল	১০৬

$$\text{গড় আয়} = \frac{\text{আয়ের যোগফল}}{n} = \frac{৬৫}{৫} = ১৩$$

ঘ) মি. মেহরাজের কোন প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত? বিশ্লেষণ কর।

এখানে, n = বছর সংখ্যা

আমরা জানি,

$$\text{আদর্শ বিচ্যুতি} = \sqrt{\frac{\Sigma(\text{আয়}-\text{গড়})^{২}}{n-১}}$$

$$= \sqrt{\frac{১০৬}{৫-১}} = \sqrt{\frac{১০৬}{৪}}$$

$$= \sqrt{২৬.৫} = ৫.১৫\%$$

উদ্দীপকে প্রকল্প স্বর্ণা ও প্রকল্প ঝর্ণা উভয়ের গড় আয় ১৩%। স্বর্ণা প্রকল্পের আদর্শ বিচ্যুতি ৩.১৬% এবং ঝর্ণা প্রকল্পের আদর্শ বিচ্যুতি ৫.১৫%। এখানে উভয় প্রকল্পের গড় আয় সমান হলেও স্বর্ণা প্রকল্পের আদর্শ বিচ্যুতি কম। আমরা জানি, আদর্শ বিচ্যুতি প্রকল্পের ঝুঁকি নির্দেশ করে এবং সমান আয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প অধিক গ্রহণযোগ্য। তাই, মি. মেহরাজের ঝর্ণা প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

মূলধন ব্যয়

১। ক্রিয়েটিভ কোং লিমিটেড সাধারণ শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। প্রতিষ্ঠানটি বছর শেষে মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন না করে কিছু অংশ প্রতিষ্ঠানে রেখে দেয়। বর্তমান। বছরে প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার প্রতি ১৬ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করে এবং আগামী বছরগুলাতে এ লভ্যাংশ ৮% হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করে। কোম্পানির প্রতিটি শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্য ১৪০ টাকা।

[সকল বোর্ড '১৭]

ক) কোন শেয়ারকে প্রবর্তকের শেয়ার বলে অভিহিত করা হয়?

খ) কোন ধরনের লভ্যাংশ দ্বারা কোম্পানির শেয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়? ব্যাখ্যা করো।

গ) 'ক্রিয়েটিভ লিমিটেড'-এর সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় করো।

ঘ) প্রতিষ্ঠানটির মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ার হোল্ডারদের বণ্টন না করার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো।

10 MINUTE SCHOOL

উত্তর

ক) কোন শেয়ারকে প্রবর্তকের শেয়ার বলে অভিহিত করা হয়?

বিলম্বিত শেয়ারকে প্রবর্তকের শেয়ার বলে অভিহিত করা হয়।

খ) কোন ধরনের লভ্যাংশ দ্বারা কোম্পানির শেয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়? ব্যাখ্যা করো।

কোম্পানির ইস্যুকৃত শেয়ারের উপর ওপর স্টক লভ্যাংশ দেয়া হলে কোম্পানির শেয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

যে লভ্যাংশ নগদ টাকায় পরিশোধ না করে শেয়ারের রূপান্তর করে শেয়ার হোল্ডারদের প্রদান করা হয় তাকে স্টক লভ্যাংশ বলে। এক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারদের বর্তমান শেয়ার সংখ্যার ওপর আনুপাতিক হারে স্টক লভ্যাংশ দেয়া হয় যা শেয়ারের সংখ্যা বাড়ায়।

গ) 'ক্রিয়েটিভ লিমিটেড'-এর সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় করো।

'ক্রিয়েটিভ লিমিটেড' এর সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় নির্ণয়ঃ

আমরা জানি,

$$\text{সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয়} = \left\{\frac{\text{লভ্যাংশ}_১}{\text{শেয়ারমূল্য}_০} + \text{বৃদ্ধির হার}\right\} \times ১০০$$

দেওয়া আছে,

$$\text{শেয়ারমূল্য}_০ = \text{শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য} = ১৪০ \text{ টাকা}$$

$$\text{লভ্যাংশ}_০ = \text{বর্তমান বছরের লভ্যাংশ} = ১৬ \text{ টাকা}$$

$$\text{লভ্যাংশ}_১ = \text{বছর শেষে প্রত্যাশিত লভ্যাংশ} = ১৬(১ + ০.০৮)$$

$$= ১৭.২৮ \text{ টাকা বৃদ্ধির হার}$$

$$= ৮\% \text{ বা } ০.০৮$$

$$\therefore \text{সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয়} = \left\{\frac{১৭}{১৪০} + ০.০৮\right\} \times ১০০$$

$$= ০.২০৩৪৩ \times ১০০ = ২০.৩৪\%$$

ঘ) প্রতিষ্ঠানটির মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ার হোল্ডারদের বণ্টন না করার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো।

উদ্দীপকের ক্রিয়েটিভ কোং লিমিটেডের মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টন না করে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে অবন্টিত মুনাফা হিসেবে রেখে দেওয়া সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

নীট মুনাফার যে অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন না করে প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা হয় তাকে অবন্টিত মুনাফা বলা হয়। অবন্টিত মুনাফা থেকে প্রতিষ্ঠান সঞ্চিতি তহবিল লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পারে। যা ভবিষ্যতে কোনো আর্থিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য ব্যবহার করা যায়।

উদ্দীপকে ক্রিয়েটিভ কোং লিমিটেড সাধারণ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। প্রতিষ্ঠানটি বছর শেষে মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন না করে কিছু অংশ প্রতিষ্ঠান রেখে দেয়। যা অবন্টিত মুনাফা হিসেবে গণ্য করা হয়।

উদ্দীপকের ক্রিয়েটিভ কোং লিঃ অবন্টিত মুনাফা ব্যবহার করে সঞ্চিতি তহবিল সৃষ্টি করতে পারবে। সঞ্চিতি তহবিল এর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান উক্ত অর্থ দিয়ে লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল সৃষ্টি করতে পারবে। উভয় ক্ষেত্রেই তহবিল সংরক্ষণ এর মাধ্যমে যেকোনো ধরনের আর্থিক বিপর্যয় মোকাবিলা বা কোন বছর লভ্যাংশ আশানুরূপ না হলেও কোম্পানির সুনাম অক্ষুন্ন রেখে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এর পাশাপাশি ভবিষ্যতে ব্যবসার প্রসার ও উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবন্টিত মুনাফা কার্যকর ভূমিকা পালন করে তাই বলা যায় প্রতিষ্ঠানটি মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন না করার সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি যৌক্তিক হয়েছে।

ব্যাংকিং ব্যবসা ও তার ধরন

২। অনন্যা টেলিভিশন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী জনাব মাহমুদ "দোয়েল ব্যাংক"-এর ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার ক্রেতাদের সাথে লেনদেন করেন। দেশের প্রতিটি জেলায় "দোয়েল ব্যাংক" নামে ব্যাংক থাকায় ক্রেতাদের পক্ষেও তার সাথে লেনদেন করতে সুবিধা হয়। লেনদেন যথাযথ হওয়ায় তার ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে। চীনের একটি কোম্পানির নিকট তিনি টেলিভিশন যন্ত্রাংশ ক্রয়ের প্রস্তাব দিলে উক্ত কোম্পানি অগ্রিম অর্থ দাবি করে। এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য তিনি দোয়েল ব্যাংকের নিকট যান।

[সকল বোর্ড '১৭]

ক) আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে ব্যাংক কী হতে পারে?

খ) ইজারা কী? বর্ণনা করো ।

গ) কাঠামোভিত্তিক শ্রেণি অনুযায়ী দোয়েল ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) যন্ত্রাংশ ক্রয়ে "দোয়েল ব্যাংক" জনাব মাহমুদকে কীভাবে সাহায্য করবে? বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে ব্যাংক কী হতে পারে?

আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে ব্যাংক দেউলিয়া হতে পারে।

খ) ইজারা কী? বর্ণনা করো।

মেশিন, যন্ত্রপাতি, যানবাহনসহ অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তি সরাসরি ক্রয় না করে নির্ধারিত ভাড়া প্রদান করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহার করাই হলো ইজারা।

ব্যাংক কখনো কখনো ক্রেতার পক্ষ হয়ে গ্রাহকের অনুরোধে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্রেতার ব্যবহারের জন্য তার কাছে হস্তান্তর করে। নির্দিষ্ট সময় শেষে গ্রাহক ব্যাংকের পণ্য ব্যাংকের নিকট ফেরত দেয় এবং ব্যবহারের সময়টুকুর জন্য ব্যাংককে নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাড়া প্রদান করে।

গ) কাঠামোভিত্তিক শ্রেণি অনুযায়ী দোয়েল ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো ।

কাঠামোভিত্তিক শ্রেণি অনুযায়ী “দোয়েল ব্যাংক” একটি শাখা ব্যাংক।

একটি প্রধান কার্যালয়ের অধীনে দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করে তাকে শাখা ব্যাংক বলে। শাখা ব্যাংকের কোনো আলাদা সত্তা থাকে না।

উদ্দীপকে জনাব মাহমুদ অনন্যা টেলিভিশন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী। তিনি দোয়েল ব্যাংক'-এর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার ক্রেতাদের সাথে লেনদেন করেন। দেশের প্রতিটি জেলায় ‘দোয়েল ব্যাংক’-এর শাখা থাকায় ক্রেতাদেরও তার সাথে লেনদেন সম্পন্ন করতে সুবিধা হয়। অর্থাৎ তার লেনদেনকৃত ব্যাংকটি শাখা ব্যাংক।

ঘ) যন্ত্রাংশ ক্রয়ে “দোয়েল ব্যাংক” জনাব মাহমুদকে কীভাবে সাহায্য করবে? বিশ্লেষণ করো ।

যন্ত্রাংশ ক্রয়ে “দোয়েল ব্যাংক” জনাব মাহমুদকে প্রত্যয়পত্র তথা Letter of Credit খোলার মাধ্যমে সাহায্য করতে পারবে।

ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকের অনুকূলে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে থাকে। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারককে এ মর্মে নিশ্চয়তা দেয় যে, আমদানিকারক যদি বাকিতে পণ্য ক্রয়ের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয় তবে ব্যাংক রপ্তানিকারককে উক্ত অর্থ পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক আমদানিকারকের প্রতিনিধি হিসেবে কার্য সম্পাদন করে।

উদ্দীপকের জনাব মাহমুদ অনন্যা টেলিভিশন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী। তিনি সারাদেশে সুনামের সাথে ব্যবসায় করেন।

এক পর্যায়ে তিনি চীনের একটি কোম্পানির নিকট টেলিভিশন যন্ত্রাংশ ক্রয়ের প্রস্তাব দিলে উক্ত কোম্পানি অগ্রিম অর্থ দাবি করে। এ বিষয়ে সাহায্যের জন্য তিনি দোয়েল ব্যাংকের শরণাপন্ন হন।

এক্ষেত্রে দোয়েল ব্যাংক জনাব মাহমুদের পক্ষে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করতে পারে। এতে ব্যাংকটি চীনের যন্ত্রাংশ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে উক্ত যন্ত্রাংশের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিবে। ফলে চীনের প্রতিষ্ঠানটি নিশ্চিন্তে রপ্তানি করতে পারবে। এভাবে জনাব মাহমুদ তার যন্ত্রাংশ কিনতে পারবে। প্রতিষ্ঠানটির সাথে এর মাধ্যমে তার আর্থিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই, প্রত্যয়পত্র ইস্যুর মাধ্যমে জনাব মাহমুদের পক্ষে দোয়েল ব্যাংক প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

ব্যাংক ও গ্রাহক

৩। মেহেদী তার স্বাক্ষরিত একটি চেক পাওনাদার সেজুতি রহমানকে দেয়। সেজুতি চেকটি ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক সাথে সাথে টাকা পরিশোধ করে। কিন্তু মেহেদীর হিসাবে কত টাকা অবশিষ্ট আছে তা জানতে চাইলে ব্যাংকটি সেজুতিকে তা জানাতে অপরাগতা প্রকাশ করে। [সকল বোর্ড '১৭]

ক) নিয়মিত বিদেশ সফরকারীদের জন্য কোন হিসাব উপযোগী?

খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের মাঝে কিসের প্রবণতা সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো।

গ) চেকের অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে ব্যাংকটি মেহেদীর প্রতি কোন দায়িত্বটি পালন করেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) মেহেদীর অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ জানাতে অপরাগতা প্রকাশ ব্যাংকের জন্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত? মতামত দাও।

10 MINUTE SCHOOL

ক) নিয়মিত বিদেশ সফরকারীদের জন্য কোন হিসাব উপযোগী?

নিয়মিত বিদেশে সফরকারীদের জন্য রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাব উপযোগী।

খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের মাঝে কিসের প্রবণতা সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো।

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের মাঝে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিত করে মূলধন গঠন করে। যা পরবর্তীতে ব্যবসায় ও শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূলধনের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে জনগণের আমানত। আর তাই জনগণের মাঝে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ) চেকের অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে ব্যাংকটি মেহেদীর প্রতি কোন দায়িত্বটি পালন করেছে? ব্যাখ্যা করো।

চেকের অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে উদ্দীপকের ব্যাংকটি মেহেদীর প্রতি আমানতকারীর নির্দেশ পালন দায়িত্বটি পালন করেছে।

ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যকার চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের কারণে ব্যাংক গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। যেমন: চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবে যদি টাকা জমা থাকে তবে গ্রাহক চেক লিখে উক্ত অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।

উদ্দীপকে মেহেদী তার স্বাক্ষরিত একটি চেক পাওনাদার সেজুতি রহমানকে দেয়। সেজুতি উক্ত চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক সাথে সাথে টাকা পরিশোধ করে। এরুপ কাজের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছে; যা আমানতকারীর নির্দেশ পালন দায়িত্বের অন্তর্গত। এক্ষেত্রে চেকের অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে ব্যাংকটি পরোক্ষভাবে মেহেদীর প্রতি অর্থ ফেরত দেওয়ার দায়িত্বটি পালন করেছে।

ঘ) মেহেদীর অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ জানাতে অপরাগতা প্রকাশ ব্যাংকের জন্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত? মতামত দাও।

হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা করা গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের অন্যতম। পবিত্র দায়িত্ব হওয়ায় ব্যাংক সেজুতিকে মেহেদীর হিসাবের অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেছে; যা সঠিক ও যৌক্তিক।

ব্যাংকিং ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র হলো গ্রাহকের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা। ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। তাই গ্রাহকের স্বার্থরক্ষা করা ব্যাংকের একটি পবিত্র দায়িত্ব। আর তাই গ্রাহকের নির্দেশ, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ, আইনগত অনুমতি অথবা আদালতের নির্দেশ ছাড়া ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে পারে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মেহেদীর স্বাক্ষরিত একটি চেক নিয়ে সেজুতি রহমান ব্যাংকের কাছে জমা দেয়। ব্যাংক নিয়ম অনুযায়ী আমানতকারীর নির্দেশ পালন করে এবং সেজুতিকে চেকে উল্লেখ পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে। পরক্ষণেই সেজুতি ব্যাংকের নিকট মেহেদীর হিসাবে কত টাকা আছে তা জানতে চায়। কিন্তু ব্যাংক তা জানাতে অপারগতা প্রকাশ করে।

আমানতকারীর হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা করা ব্যাংকের পবিত্র দায়িত্ব। এর ব্যত্যয় ঘটলে আমানতকারীর অর্থ এবং জানমালের ক্ষতি সংঘটিত হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক যদি সেজুতিকে মেহেদীর হিসাবের তথ্য জানাত তাহলে ব্যাংকের অন্যতম মূলনীতিটি লঙ্ঘিত হতো। তবে বিশেষ প্রয়োজনে গ্রাহকের নির্দেশে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে অথবা আইনগত অনুমতি সাপেক্ষে ব্যাংক তৃতীয় পক্ষের নিকট তথ্য প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং, গ্রাহকের অনুমতি বা আইনগত নির্দেশ ব্যতীত মেহেদীর অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ জানাতে অপারগতা প্রকাশ করা ব্যাংকের জন্য সঠিক ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে।